বিজয়ের সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়ের মিলনমেলা

সংগৃহীত ছবি

মহান বিজয় দিবসের প্রথম প্রহর থেকেই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের স্মরণে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ। রাষ্ট্রপতি ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হলে ঢল নামে সর্বস্তরের মানুষের।

ভোরের নীরবতা ভেঙে বিজয়ের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। শীতল কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ার মধ্যেও লাল-সবুজের পতাকা হাতে নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ও শিশুদের পদচারণায় প্রাণ ফিরে পায় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ। অনেকেই শহীদ বেদীর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন, কেউ কেউ চোখের জলে শ্রদ্ধা জানান জাতির সূর্য সন্তানদের।

রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন ফুলের তোড়া, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে শহীদদের প্রতি সম্মান জানান। শিশুদের মুখে জাতীয় পতাকার রঙ, মাথায় লাল-সবুজের সাজ পুরো পরিবেশকে করে তোলে আরও আবেগময় ও উৎসবমুখর।

শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষদের কণ্ঠে উঠে আসে একটি অভিন্ন প্রত্যয়—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। অনেকেই বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ রক্ষায় নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়াই আজকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।